সংবাদ

তারিখ 26 JAN 2004
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ছাত্ররাজনীতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ছাত্রসমাজ আমাদের জাতির গর্ব ও অহঙ্কারের প্রতীক। বলতে গেলে আমাদের জাতিসত্তা বিকাশে প্রথম সোপানের সূচনা করেছিল ছাত্ররাই। তাই এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তথা সব স্তরের জনগণের কাছে ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি অনেক আগে থেকেই উজ্জ্বল। স্বাধীনতার বীজ ছাত্ররাই নিজেদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বপন করেছিল। যাঁর নজির হয়ে আছে একুশের আত্মদানকারী শহীদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। শুধু মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে তারা রাজপথে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠবোধ করেনি। তারা বুঝেছিল জাতির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার কথা এবং জীবন দিয়ে হলেও তার স্বাক্ষর রেখেছিল, ফিরিয়ে এনেছিল মাতৃভাষার মর্যাদা।

৫২-এর আত্মদান ছাত্রসমাজকে জাতির হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। জাতি আজো সেই ছাত্রসমাজ নিয়ে গর্ব করে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান,৭১-এ সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল আমাদের অহঙ্কারের পাত্র ছাত্ররাই। স্বাধীনতার পরেও আমাদের ছাত্রসমাজ সব স্তরের অন্যায়-জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়েছে বিনা দ্বিধায়। ৯০-এ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার কাজে নিজেদের সক্রিয় রেখেছিল রাজপথে।

এক কথায় বলতে গেলে আমাদের ছাত্রসমাজ সবসময় সংগ্রাম করেছে, আন্দোলন করেছে এ দেশের জনসাধারণের স্বার্থকে সামনে রেখে। আমাদের সমাজের চাওয়া-পাওয়, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, অধিকার আদায় এগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে ছাত্রদের কর্মকাণ্ডে। ছাত্ররা যতো আন্দোলন সংগ্রামে নিজেদের সক্রিয় রেখেছিল, তার প্রতিটা ক্ষেত্রই ছিল এ দেশের জনগণের প্রাণের দাবি। ছাত্ররা বৃহত্তর সমাজের অধিকার নিয়েই কথা বলেছে সর্বত্র।

অতীতের সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ছাত্রসমাজের ও সাধারণ গণমানুষের চিন্তাও স্বার্থে মিল ছিল। তাই ছাত্ররা এ দেশের আমজনতার মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছিল। ছাত্রসমাজকে এ দেশের জনগণ আশার প্রতীক বলে মনে করতো। কিন্তু স্বাধীনতা

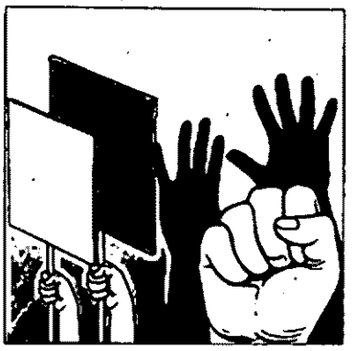

পূর্বকালীন ছাত্রসমাজের ভূমিকা ও জনমনে তাদের ভাবমূর্তি স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমেই পরিবর্তিত হতে থাকে। বলতে গেলে বর্তমানে একেবারেই বিপরীত হয়ে গেছে। এর জন্য কারা দায়ী এবং কী কারণ এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে- সেটাই মূল আলোচ্য বিষয়।

আজকের ছাত্রসমাজের কর্মকাণ্ডে দেশের মানুষের আশার প্রতিফলন ঘটছে না কেন? তাহলে কি ছাত্রসমাজ ও বৃহত্তর জনতার স্বার্থে তথা সমাজের চিন্তাচেতনার মধ্যে কোনো দূরত্ব রচিত হয়ে গেছে? আমার মনে হয় এ উত্তর খোঁজার জন্য আজকের ছাত্রসমাজের প্রতি একবার দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট। কেন আজ ছাত্রদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এজন্য দায়ী কারা? ছাত্ররা নাকি অভিভাবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, না কি অন্য কেউ? আজ কেন চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে কোমলমতি ছাত্ররা মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য আসে, সেখান থেকে কেন চতুষ্পদ জন্তু হয়ে বের হয়। আজ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলো থেকে বের হওয়া ছাত্ররা জাতির আশা পূরণ করতে পারছে না। আজ এ সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ছাত্রদের যেখানেই নিয়োগ দেয়া হয় সেখানেই ঘুষ, অনিয়ম, দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে। তাহলে কি এগুলোর প্রশিক্ষণই প্রদান করা হয় শিক্ষাঙ্গনে? আজ ছাত্রদের হাতে দেখা যায় অস্ত্র, এ অস্ত্র কি শিক্ষাঙ্গনে তৈরি হয়, নাকি বাইরে দেয়া সরবরাহ করা হয়। নাকি শিক্ষক ক্লাসে এগুলোর ব্যবহার শেখান?

আজকের ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করে হীন স্বার্থ সাধন করছে কতিপয় রাজনৈতিক দল। তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নৈতিক-অনৈতিক, ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিবেচনা না করে ব্যবহার করছে ছাত্রদের। ছাত্রদের চাঁদাবাজি, গাড়ি ভাংচুর অগ্নি সংযোগ করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহল। তারা ছাত্রদের ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতার মসনদকে সুদৃঢ় করতে চায়। এ থেকে সতর্ক থাকতে হবে ছাত্রসমাজকেই।

আল-মামুন
সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়